The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 41, June 2026, ISSN 1813-0402

উর্দু কথাসাহিত্যের উন্নয়নের ক্রমধারায় মুন্সি প্রেমচাঁদ: একটি পর্যালোচনা

[Munshi Premchand in the Evolution of Urdu Fiction: A Review]

Dr. Md. Roshidul Alam
Professor, Department of Urdu, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 41, June 2026
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 30 March 2026
Received in revised: 25 August 2026
Accepted: 30 July 2026
Published: 30 September 2026

Keywords: Urdu literature, Urdu Novel and Drama, Narrative, Impact.

ABSTRACT

Premchand was born in 1880 in the village of Lamhi District Banaras in India and died in 1936. He was the youngest son of his Parents. In the initial stage, Urdu and Persian were education. After admission in the 6th class mission school, he fell in love with literature. Before 1900, Premchand did not have much experince in literature. During this time, he started writing short essays and letters. He started writing stories and novel, under the inspiration of Munshi Dayanarayan Nigam, editor of Zamana newspaper. The content of his literature was in the context of the Indian subcontinent. There are various topics including peasants, workers and patriotism. Among his literary work are the reflections of the condition of political, economic, social and rural Bengal of India. He has tried to talk about exploited people through literature. He gave guidance on how to change his fate. They also have the effect of the Indian independence movement in his literature. He wrote novel, short stories, plays, essas, letter writting and other more works.

১. ভূমিকা

ভারতীয় উপ-মহাদেশের সাহিত্য-ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উর্দু সাহিত্য। উর্দু সাহিত্যের বিকাশের ক্রমধারায় গদ্য সাহিত্য বিশেষ করে কথাসাহিত্য একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উর্দু কথাসাহিত্যের শুরুতে কল্পনাপ্রবণ কাহিনি, রোমান্টিকতা ও বিনোদনধর্মী রচনার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উর্দু কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতেও পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উর্দু কথাসাহিত্যে বাস্তব জীবন, সামাজিক সমস্যা, মানবিক মূল্যবোধ ও সমকালীন সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে। এই পরিবর্তনের ধারায় মুন্সি প্রেমচাঁদ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি উর্দু কথাসাহিত্যকে কল্পনানির্ভরতা থেকে বাস্তব ও সমকালীন সমাজব্যবস্থার আলোকে উপস্থাপন করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে সাধারণ মানুষের জীবন, কৃষকের শোষণ, নারীর বঞ্চনা, সামাজিক কুসংস্কার এবং মানবিক মূল্যবোধের সংকট নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রেমচাঁদের সাহিত্যকর্মের অন্যতম দিক হলো সাধারণ মানুষের জীবনকে সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য করে তোলা। উর্দু কথাসাহিত্যের উন্নযনের ক্রমধারায় রূপান্তর অনুধাবনের জন্য প্রেমচাঁদের সাহিত্যকর্ম ও অবদান পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে উর্দু কথাসাহিত্যের উন্নয়নের ক্রমধারায় তাঁর আবির্ভাব, সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, সমাজচেতনা, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরবর্তী সাহিত্যধারায় তাঁর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে।

২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মুন্সি প্রেমচাঁদের সাহিত্যকর্মে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের বাস্তব চিত্র, শ্রেণিবৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অনাচার ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১. উর্দু কথাসাহিত্যের ক্রমধারায় মুন্সি প্রেমচাঁদের আবির্ভাব ও সাহিত্যিক অবস্থান নির্ণয় করা।
২. তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং শিল্পকৌশল বিশ্লেষণ করা।
৩. তাঁর সাহিত্যকর্মে সমাজবাস্তবতা, মানবতাবাদ ও বাস্তববাদী চেতনার প্রতিফলন পর্যালোচনা করা।
৪. তাঁর রচনায় কৃষক, শ্রমজীবী, নারী ও সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র বিশ্লেষণ করা।
৫. তাঁর সাহিত্যকর্মে সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের উপস্থাপন মূল্যায়ন করা।
৬. উর্দু কথাসাহিত্যের ভাষা, চরিত্রচিত্রণ, কাহিনি বিন্যাস ও বর্ণনাশৈলীতে তাঁর অবদান নিরূপণ করা।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

অলোচ্য প্রবন্ধটি মূলত গুণগত ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরণের উৎস ব্যবহার করা হবে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে মুন্সি প্রেমচাঁদের মূল উর্দু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বক্তব্য ও চিঠিপত্র এবং মাধ্যমিক হিসেবে উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, সাহিত্য-সমালোচনা ও প্রাসঙ্গিক জার্নাল অনুসরণ করা হবে। গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর নির্বাচিত গল্প ও উপন্যাস উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হবে। সংগৃহীত তথ্য ঐতিহসিক, বর্ণনামূলক, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পর্যালোচনা করা হবে। সর্বোপরি, সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা যাচাই করে উর্দু কথাসাহিত্যের ক্রমবিকাশে মুন্সি প্রেমচাঁদের সামগ্রিক অবদান নিরূপণ করা হবে।

৪. গবেষণা প্রশ্নাবলি

আলোচ্য গবেষণায় উর্দু কথা সাহিত্যের উন্নয়নের ক্রমধারায় মুন্সি প্রেমচাঁদের সাহিত্যিক অবদান ও প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা হবে:

১. উর্দু কথাসাহিত্যের ক্রমধারায় মুন্সি প্রেমচাঁদের আবির্ভাব ও সাহিত্যিক অবস্থানের তাৎপর্য কী?

২. উর্দু কথাসাহিত্যে মুন্সি প্রেমচাঁদের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং শিল্পকৌশলের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

৩. তাঁর সাহিত্যকর্মে তৎকালীন সমাজবাস্তবতা, মানবতাবাদ ও বাস্তববাদী চেতনার চিত্র কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

৪. তাঁর সাহিত্যকর্মে কৃষক, শ্রমজীবী, নারী ও সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?

৫. উর্দু কথাসাহিত্যের ভাষা, চরিত্রচিত্রণ, কাহিনি বিন্যাস ও বর্ণনাশৈলীতে মুন্সি প্রেমচাঁদের স্বাতন্ত্র্য কী?

৫. সাহিত্য পর্যালোচনা

উর্দু কথাসাহিত্যের ক্রমধারায় মুন্সি প্রেমচাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর সাহিত্যকর্ম উর্দু কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু, শিল্পরীতি এবং সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনে বিশেষ পরিবর্তন সাধন করেছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন সময়ে গবেষণা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে। মুন্সি প্রেমচাঁদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর জীবন ও সাহিত্যচর্চা, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মানবতাবাদী চেতনা, সামাজিক বৈষম্য, কৃষকজীবন, নারীসমাজ এবং প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অমৃত রায় তাঁর জীবন ও সাহিত্যিক বিকাশের ঐতিহাসিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। অধুনিক গবেষণায় তাঁর দ্বিভাষিক পরিচয়, সমাজচেতনা এবং সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। এসব গবেষণা ও সাহিত্য-সমালোচনা আলোচ্য গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে সহায়তা করবে।

৬. গবেষণার গুরুত্ব

জীবননির্ভর ও সমাজচিন্তাকে ধারণ করেই গড়ে উঠে সাহিত্য শিল্প। লেখক যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বেড়ে উঠেন সেই সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সমকালীন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে থাকেন। ফলে সাহিত্য চিন্তার বিবেচনায় ও শিল্পরূপের মূল্যায়নের অন্যতম কারণ হিসাবে সাহিত্যিকের সাহিত্য মনোভাব গঠনের দেশ, কাল ও সমাজ সম্পর্ক বিষদ বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ভারতীয় উপ-মহাদেশের উর্দু সাহিত্যে প্রেমচাঁদের আবির্ভাব ঘটে বৃটিশ শাসনামলে। প্রেমচাঁদের প্রকৃত নাম ধনপত রায়। তার চাচা তাকে নবাব রায় নাম দেন। ভারতীয় সাহিত্য জগতে তিনি ছদ্মনাম প্রেমচাঁদ নামে পরিচিত। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের লামহী গ্রামে জন্মগ্রহণ এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার নাম আজায়েব লাল এবং মাতার নাম আনন্দী দেবী।[১] প্রথমে তিনি বাড়িতেই ফারসি ও উর্দু শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এ সময় থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিনি গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে দরিদ্র মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি কখনও লোভ লালসার কাছে নতি স্বীকার করেন নি। তিনি সরকারী চাকুরিজীবি হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষক, শ্রমিক ও স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অজস্র সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। লেখক হিসেবে তিনি ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করেন। মাত্র ছত্রিশ বৎসরের সাহিত্য জীবনে তিনি প্রচুর লিখেছেন। তিনি ১৫টি উপন্যাস, প্রায় ৩০০টি ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, পত্র সাহিত্য রচনা করেছেন।[২]

প্রেমচাঁদের সাহিত্যে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের অবহেলিত শোষিত মানুষের জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি ভারতের শ্রমিক শ্রেণির মানুষকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে কৃষকদের উপর জমিদারের অত্যাচার এবং কৃষকের দুরবস্থার কথা রয়েছে। প্রেমচাঁদের সাহিত্যের মূল বিষয় ছিল কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের উপর ইংরেজ সরকার ও তাদের অনুগত জমিদার, মহাজন, তহশীলদার ও পুলিশের নির্যাতনের কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইংরেজদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়া ও নীরবে তাদের অত্যাচার সহ্য করার কারণেই কৃষকরা নির্যাতিত ও অবহেলিত। শাসকশ্রেণি বিভিন্নভাবে কৃষকদের নিঃস্ব ও সর্বশান্ত

করছে। মূলত প্রেমচাঁদ ভারতবর্ষের তৎকালিন অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্ঠা করেছেন।[৩] ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির। তাঁর গল্পের মধ্যে তৎকালীন ভারতের সামাজিক রীতিনীতি, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, নারীর সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বঞ্চিত নারীর অসহনীয় জীবন ও তা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।[৪] নিম্নে উর্দু কথাসাহিত্যের উন্নয়নে প্রেমচাঁদের সাহিত্যকর্মের বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

৬.১ উপন্যাস

পণ্ডিত রতন নাথ সরশার উর্দু সাহিত্যে ও লাল্লু লালজী হিন্দি সাহিত্যে যে কাহিনিমূলক সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন, তার পূর্ণরূপ প্রদান করেন প্রেমচাঁদ। তাঁর পূর্বে এ ধরণের কাহিনির যথেষ্ট অভাব ছিল। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ১৫টি উপন্যাস লিখেছিলেন। অনেকের মতে তিনি ১২টি উপন্যাসের রচয়িতা ছিলেন।[৫] প্রেমচাঁদের প্রথম উপন্যাস *আসরার-ই মুয়াবিদ* উর্দু ভাষায় বানারসের উর্দু সাপ্তাহিক *আওয়াজ-এ খলক* পত্রিকায় ১৯০৩-১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদের হংস প্রকাশন থেকে হিন্দি ভাষায় ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে *দেবিস্থান রহস্য* নামে প্রকাশিত হয়। মোহান্ত পুরুষদের অপরাধের কাহিনি ও ধর্মের নামে ভণ্ডামির কাহিনি এই উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন।[৬] ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে *যামানা* পত্রিকায় উর্দু ভাষায় *হাম খুরমা ওয়া হাম ছাওয়াব* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এই উপন্যাসটি হিন্দি ভাষায় *প্রেমা* নামে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক এক বিধবা তরুণীকে ভালোবাসার কারণে বড়লোকের সুন্দরি মেয়ের প্রেমকে উপেক্ষা করে।[৭] বানারসের মেডিক্যাল হল প্রেস থেকে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে উর্দু ভাষায় *কিসনা* উপন্যাসটি রচনা করেন। মেয়েরা গহনার প্রতি কতটা আকৃষ্ট তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্ঠা করা হয়েছে ।[৮] *যামানা* পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে *রোঠী রাণী* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। লেখক এই উপন্যাসে একজন রাজপুত রানীর স্বামীর প্রতি যে প্রেম-ভালোবাসা তা তুলে ধরেছেন।[৯] ইন্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ থেকে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে *জলওয়া-এ ইছার* সামাজিক উপন্যাসটি উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থ ভাণ্ডার বোম্বে থেকে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দি ভাষায় *বরদান* নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।[১০]

উর্দু ভাষায় *বাজার-ই-হুসন* ও হিন্দি ভাষায় *সেবাসদন* সর্বপ্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাসটি ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। *বাজার-ই-হুসন* উপন্যাসের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট প্রেমচাঁদ গবেষক বিনয় বন্দোপাধ্যায় বলেন,

> যতদূর মনে হয় হিন্দি ও উর্দু ভাষায় *বাজার-ই-হুসন* প্রেমচাঁদের প্রথম সার্থক উপন্যাস। এ উপন্যাসের পূর্বে হিন্দি উর্দু উপন্যাস ছিল মূলত এ্যাডভেঞ্চার আর অলৌকিকতার অলীক কাহিনী। প্রেমচাঁদের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলো এর রূপের মুখোমুখি দাড় করিয়েছেন পাঠককে। রূঢ় সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপকে মানুষের উপর এর গভীর আস্থা। মানুষ মূলত ভাল ও মহৎ, সে দৃঢ়পণ চেষ্টায় নিজেকে সকল সামাজিক পাপ পঙ্কিলতা ও সকল প্রকার গ্লানি থেকে মুক্ত করে সার্থক হয়ে উঠতে পারে। এ বিশ্বাসের আলোকে উপন্যাসটি আলোকিত। এর চরিত্রগুলো স্বাভাবিক আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসখানা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে হিন্দি উর্দু উপন্যাস সাহিত্য যৌবনে পদার্পণ করেছে।[১১]

সমাজে নারীর পতিতাবৃত্তি ও নর্তকীদের এ পেশায় আসার কারণ এবং এদের সমাজে স্থান সাবলীল ভাষায় সুস্পষ্টভাবে প্রেমচাঁদ তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> পতিতা প্রথার মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক সমস্যা যা পরবর্তীতে মানসিক দূর্বলতায় রূপ নেয়। যে ধন সম্পদ গুটিকয়েক লোকের হাতে সীমাবদ্ধ সেখানে ধনবান লোকেরা বিলাসিতা পূবণ করার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেয়।[১২]

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে উপন্যাস *গোশা-ই-আফিয়াত* উর্দু ভাষায় রচনা করেন। হিন্দি পুস্তক এজেন্সি কলিকাতা থেকে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দি ভাষায় *প্রেমাশ্রম* নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি সে সময়ের ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার কথা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।[১৩] ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দি ভাষায় *রঙ্গভূমি* ও ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে উর্দু ভাষায় *চৌগান-ই-হাস্তি* নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে হিন্দু-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[১৪]

উর্দু ভাষায় *পরদা-ই-মাজায* এবং হিন্দি ভাষায় *কায়াকল্প* নামে উপন্যাসটি ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রচনা করেন। উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান আগ্রা শহরে কিভাবে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[১৫] প্রেমচাঁদ কিছু চরিত্রের মাধ্যমে পণ্ডিত ও মোল্লা কিভাবে সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়, তা উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। প্রেমচাঁদের আদর্শ চরিত্র চক্রধরকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি হিন্দুদেরকে লক্ষ্য করে বলেন,

> তারা গো রক্ষার নামে যাদের হত্যা করছে তারা তাদেরই ভাই অপরদিকে মুসলমানদেরকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম ধর্ম কাউকে আঘাত করে না। চক্রধরের প্রচেষ্টায় হিন্দুরা মুসলমানদের উপর আর আক্রমণ করে নি। অপরদিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাও গো হত্যা থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে ঔপন্যাসিক চক্রধরের চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিবাদ না করার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।[১৬]

নির্মলা উপন্যাসটি হিন্দি ভাষায় ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং উর্দু ভাষায় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাল্য বিবাহ ও এর ক্ষতিকর পরিণতির বর্ণনা উপন্যাটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রেমচাঁদ এ উপন্যাসের মূল চরিত্র নির্মলাকে হিন্দু আদর্শ পতিব্রত নারীর আদর্শেই গড়ে তুলেছেন। কিশোরী নির্মলাকে বিবাহ দেওয়া হয় প্রৌঢ় স্বামীর সাথে। নির্মলা সুখী ও সন্তুষ্ট থাকতে সবসময় সচেষ্ট থাকে। কিন্তু নির্মলার স্বামী তাঁকে ধীরে ধীরে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ফলে তাদের সংসারে বিপর্যয় নেমে আসে। অবশেষে নির্মলার মৃত্যু ঘটে। এ উপন্যাসে প্রেমচাঁদ কোনো নীতির প্রশ্ন তোলে নি। উপন্যাসের সমাপ্তিতে নিজের কোনো মন্তব্যও তুলে ধরেন নি। প্রেমচাঁদ এখানে হৃদয়বান একজন উদার শিল্পী হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা ও দয়ার্দ্র মনোভাব নিয়ে অশির হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করেছেন ও প্রেমের স্বাভাবিক বিকাশ প্রদর্শন করেছেন।[১৭] *নির্মলা* উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মানিক টালা বলেন,

> *নির্মলা* উপন্যাসটি মূলত ভারতীয় সমাজের মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলি, অসম বয়সের বিবাহে সমস্যাবলি চিত্রায়িত হয়েছে।[১৮]

সনাতন হিন্দু সমাজে বিধবাদের বিভিন্ন সমস্যাবলি নিয়ে *বেওয়া* উপন্যাসটি হিন্দি ভাষায় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং উর্দু ভাষায় ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মূলত *বেওয়া* উপন্যাসটিতে প্রেমচাঁদ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ব্যক্তিত্বের আবরণে উপন্যাসটিকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে বিধবাদের সামাজিক মর্যাদা ও সমস্যাবলির চিত্রকে ফুতে তুলেছেন।[১৯]

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বিভাগের ষড়যন্ত্রের উপর দৃষ্টি রেখে প্রেমচাঁদের *গবন* উপন্যাসটি হিন্দি ভাষায় ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে এবং উর্দু ভাষায় ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রেমচাঁদ *গবন* উপন্যাসে সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার চিত্র উন্মোচন করেছেন। বিশেষ করে তৎকালীন ভারতীয় সমাজে নারীদের অলংকারের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল তা তুলে ধরেছেন। সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের স্বর্ণালংকার পরিধানের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটিকে অলঙ্কার ট্রাজেডি বলে মনে করা হয়।[২০] উপন্যাসের চরিত্র দেবীদীন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ছিলেন। স্বরাজের একটি আদর্শ রূপরেখা দেবীদীনের চরিত্রে দেখা যায়। তাঁর মতে স্বরাজ হল দরিদ্র শ্রেনীর অর্থনৈতিক উন্নতি। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি পরাধীন ভারতের জনগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার দমন কামনা করে।[২১]

ময়দান-ই-আমল উপন্যাসটি উর্দু ও হিন্দি ভাষায় ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু দৃঢ় বাস্তবভিত্তিক ও ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমচাঁদ সমাজ বাস্তবতার আলোকে *ময়দান-ই-আমল* উপন্যাসে কৃষকদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও দুরাবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এ উপন্যাসের জমিদার একজন মহান্ত। জমিদারদের ন্যায় মহান্তও প্রজা নিপীড়নে ছিল অত্যন্ত দক্ষ।[২২] উপন্যাসের মূল চরিত্র অমরাকান্ত কর দেওয়া বন্দ করে দিলে সেলিম তাঁকে গ্রেফতার করে। জনতা জোরপূর্বক মুক্ত করতে চাইলে গান্ধীজীর অহিংসা নীতি অনুসরণ করে কৃষকদের বাধা দেয় এবং সে মন্তব্য করে,

> প্রকৃতপক্ষে জমিদারদের বিরুদ্ধে ইহা আমাদের ধর্মযুদ্ধ। আমাদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও বলীদানের মধ্যেই রয়েছে জয়।[২৩]

মুন্নী ও লালা সমরাকান্ত এ আন্দোলনে যুক্ত হয় । লালা সমরাকান্ত এই আন্দোলনকে ধর্মীয় যুদ্ধ মনে করেন। তাঁর মতে রাজস্ব আদায়ের আন্দোলনের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনাবোধ কাজ করে। এজন্য তিনি অহিংস নীতিতে আন্দোলনের ডাক দেন কৃষক সমাজের কাছে। পরবর্তীতে সেলিম নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ করে এবং ইংরেজদের নিকট কৃষকদের প্রেরিত রিপোর্টে কৃষকদের সত্যিকার দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন।[২৪] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> কৃষকদের নিকট থেকে কর আদায় মানে তাদের মুখ থেকে রুটি (খাদ্য) ছিনিয়ে নেওয়া এবং তাদের শরীর থেকে রক্ত শোষণ করা।[২৫]

প্রেমচাঁদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *গোদান* ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে উর্দু ভাষায় এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ভারতবর্ষের কৃষকদের ঋণ সমস্যা এবং সমাজের শোষিত ও সম্মানহীন নারীর জীবনচিত্রের ছবি ফুটে তুলেছেন। মহাজনের কড়াসুদে ও অগ্রিম পাওনা টাকার বোঝায় কৃষকেরা সর্বশান্ত হয়ে যায়। মহাজনদের দুর্নীতি ও শোষণের চিত্র গোবর ও অন্যান্য চরিত্রের মাধ্যমে উন্মোচন হয়।[২৬] এ প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদ বলেন,

> মহাজন দশ টাকার দলিল লিখে নিয়ে কৃষকদের পাঁচ টাকা দেয়। এক টাকা নজরানা, এক টাকা কাগজের জন্য, এক টাকা লেখার জন্য, এক টাকা হিসাব রাখার জন্য এবং এক টাকা অগ্রিম বাজার করার জন্য কেটে রেখে দিত।[২৭]

গোবর ব্যাংকের সুদের হারের সমপরিমাণ সুদ মহাজনকে দেওয়ার জন্য কৃষকদেরকে পরামর্শ দেয়। গ্রামের কৃষকদের নিরীহ ও প্রতিবাদহীন জীবন দেখে সে অবাক হয়। গোমস্তা ও মহাজনরা ফসলের বেশীর ভাগই নিয়ে যেত। ফলে কৃষকেরা অভূক্ত থাকত। গোবর এ ধরনের অবস্থাকে লজ্জাজনক বলে মনে করে। সে কৃষকদের এ ধরনের পঙ্গুত্ব ও প্রতিবাদহীন জীবনকে মেনে নিতে পারে না। প্রেমচাঁদ গোবরের ভাষায় বলেন,

> নিজের ভাগ্যকে নিজেই গঠন করতে হবে। নিজের শক্তি এবং জ্ঞানের দ্বারা বিপদ থেকে মুক্ত হতে হবে। কোনো লুকিয়ে থাকা শক্তি সহযোগিতা করতে আসবে না।[২৮]

মঙ্গলসূত্র প্রেমচাঁদের সর্বশেষ উপন্যাস। তাঁর জীবনদ্দশায় এটি প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।[২৯] *মঙ্গলসূত্র* উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রেমচাঁদ গবেষক ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী অমৃত রায় বলেন,

> এ উপন্যাসটি মুন্সিজীর সামাজিক চিন্তা-ভাবনার সর্বশেষ শিল্পকর্ম। তিনি খুব কষ্ট করে কোনো রকমে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। আর এ উপন্যাসের নায়ক দেব কুমার একজন স্বনামধন্য, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সর্বোপরী একজন আদর্শ লেখক।[৩০]

মঙ্গলসূত্র উপন্যাসের পুষ্প চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমচাঁদ ভারতীয় সমাজে অসম বয়সের বিবাহের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার চিত্র উপস্থাপন করেছেন। পুষ্প ছিল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আনন্দ প্রিয় মহিলা। সে অবৈধ পথে অর্জিত অর্থ, ধন-দৌলত, মিথ্যা-বদান্যতাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখত। তাঁর মতে স্বামীর অন্যায় নির্দেশ মেনে নেওয়া ধর্মের অবধারিত অংশ নয়। প্রেমচাঁদ প্রকৃতপক্ষে পুষ্প চরিত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নারীদের শুধু ব্যক্তিত্বই তুলে ধরেন নি বরং তিনি তাদেরকে সমাজের উচ্চাসনে সমাহীন করার চেষ্টা করেছেন।[৩১]

৬.২ ছোটগল্প

প্রেমচাঁদ মানুষ ও তাঁদের দুরবস্থা সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতির বর্ণনার সাথে সাথে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা উঠে এসেছে। মানুষের অবস্থা আর সামাজিক পরিবেশ ছিল তাঁর ছোটগল্পের মূল বিষয়বস্তু। তিনি কখনও ব্যক্তিকে সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে গণ্য করেন নি। মানুষের মনে যে দ্বন্দ্ব তা অবশ্যই পরিবেশগত। সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ ও প্রতিপত্তির দ্বারা প্রতিটি পরিবারের স্থান নির্ধারিত হয় সমাজে। তাঁর ছোটগল্পে দেখা যায় সমাজের নানা মানবিক চরিত্রের পদচারণা। শিল্পপতি, ডাক্তার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী যাদের শহর, গ্রাম সব জায়গায় পদচারণা। প্রেমচাঁদের গল্পের চরিত্রের মধ্যে দারোগা, কোতোয়াল, তহশিলদার, কেরানি ইত্যাদি সর্বত্র দেখা যায়, যাদের অভাবে সমগ্র সমাজকাঠামো ভেঙ্গে পড়বে।[৩২] সুদদাতা শ্রেণি সমাজে বিশেষ স্থানের অধিকারী, কেননা তার ক্ষমতা সরকারি কর্মকর্তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই শোষক শ্রেণির পর্যায়ে পড়ে। শ্রমিক, গরিব চাষী, ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর যাদের দিয়ে জোরপূর্বক যেকোনো সময় জমিদার কাজে লাগাতে পারে। আর এই শ্রেণীর লোকেরাই শোষণের শিকার। তদুপরি সবচেয়ে নিপীড়িত ও নির্যাতিত শ্রেণি হরিজন, যাদের স্পর্শ করলে অভিজাত শ্রেণির জাত যায়। প্রেমচাঁদের অনেক গল্পে সমাজের এইসব অবহেলিত ঘৃণ্য বেদনাদায়ক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর শেষের দিকের গল্পগুলোতে সামাজিক অবিচারের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। পুরোহিতরা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ভীতি, কুসংস্কার ইত্যাদিকে পুঁজি করে কিভাবে তাদেরকে প্রতারিত করে থাকে প্রেমচাঁদ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। এমনকি একান্নবর্তী পরিবার, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, ভাই-ভাই, শাশুড়ী আর জামাতা ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক তাঁর গল্প থেকে বাদ পড়েনি। ভারতের পারিবারিক ও সামাজিক কুসংস্কার যে করুণ কাহিনির সৃষ্টি করেছে তাও ফুটে উঠেছে প্রেমচাঁদের গল্পে। যেমন বাল্যবিবাহ, বিধবাদের পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধকরা, বৃদ্ধের সাথে কিশোরীর বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি। এসব মারাত্মক সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা প্রেমচাঁদের গল্পে স্থান হয়েছে নিপুনভাবে।[৩৩]

মুন্সি দয়া নারায়ণ নিগম সর্বপ্রথম প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশ করেন। যেমন: *সুজ-ই ওয়াতান* (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম পাচিসি প্রথম খণ্ড* (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম পাচিসি দ্বিতীয় খণ্ড* (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম বাতিসি প্রথম খণ্ড* (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম বাতিসি দ্বিতীয় খণ্ড* (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ),*খাক পারওয়ানা* (১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ), *খাওয়াব ও খেয়াল* (১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ), *ফেরদৌস-এ খেয়াল* (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম চালিসি প্রথম খণ্ড* (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম চালিসি দ্বিতীয় খণ্ড* (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ), *আখেরি তুহফা* (১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ), *যাদেরাহ* (১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ), *দুধ কি ক্বিমত* (১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ), *ওয়ারদাত* (১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৪] পরবর্তীতে ড. গীতালাল ও ড. কমল কিশোর গনিকা নিম্নেবর্ণিত গ্রন্থগুলো সংকলন করেন। যেমন: *সপ্ত সরজ* (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম পূর্ণিমা* (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ), *নুনধী* (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম পারসুদন* (১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম পারমুদ* (১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ), *প্রেম প্রতিমা* (১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ), *গোলাপ রতন* (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৫] এছাড়াও ছোটগল্পের মধ্যে *বড়ে ঘর কী বেটী*, *পঞ্চায়েত*, *নমক কা দারোগা*, *কাফন*, *সদগতি*, *পৌষ কী রাত* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৬]

৬.৩ নাটক

নাটক রচনার ক্ষেত্রেও প্রেমচাঁদ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উর্দু নাট্যসাহিত্য খুব বেশি দিনের নয়। বলা যায় উর্দু সাহিত্যের সবচেয়ে নতুন সৃষ্টিই হচ্ছে এই নাট্য শিল্প। উর্দু নাট্যসাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদ একজন সুদক্ষ কলম সৈনিকের স্বাক্ষর রেখেছেন। যদিও তিনি ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকারের ন্যায় নাট্যসাহিত্যে সফলকাম হতে পারেন নি, তদুপরি তাঁর নাটক উর্দু সাহিত্যের জন্যে যথেষ্ট কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও তিনি চারটি নাটক নিজে রচনা করেছেন এবং তৎসঙ্গে পাঁচটি নাটক অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন।[৩৭] *হু নাহার বরদা কে চুনকে চুককে পাত*

নাটকটি তাঁর প্রথম নাটক। যা কখনো প্রকাশিত হয়নি। প্রেমচাঁদের নাট্য প্রতিভার সফল বিকাশ হলো *কারবালা* নাটকটি। এটি তিনি ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। যা প্রথমে কানপুরের *যামানা* পত্রিকায় জুলাই ১৯২৬ থেকে এপ্রিল ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রেমচাঁদ নিজেই এ নাটকের হিন্দী ভাষায় সংগ্রাম নামে অনুবাদ করেন। এই নাটকে কারবালার মর্মান্তিক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৩৮]

রুহানি শাদি প্রেমচাঁদের একটি অন্যতম নাটক। এটি সর্বপ্রথম দিল্লীর ইছমত বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ট্রাজেডিমূলক (বিয়োগাত্মক) নাটক। লেখক তাঁর উপন্যাসের মত এই নাটকের মাধ্যমেও সংস্কারমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। *সংগ্রাম* প্রেমচাঁদের সর্বাধিক দীর্ঘায়িত ও সর্বশেষ নাট্যগ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থটি ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দী ভাষায় লিখেছেন। পরবর্তীতে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই নাটকেও তিনি সাধারণ উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতই গ্রামের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।[৩৯] *শবতার* ডেনমার্কের বিখ্যাত লেখক মিটার লিংক এর উপমামূলক নাট্যগ্রন্থের উর্দু অনুবাদ। এটি কানপুরের *যামানা* পত্রিকায় ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। *চাঁদি কি ডাব্বা*, *হিটরতাল* ও *নয়া* গ্রন্থ তিনটি ইংরেজি নাট্যকার গাল জোরদীর নাট্যগ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। *অহংকার* হলো ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক আনাতুলের নাট্যগ্রন্থের অনুবাদ। এটি প্রেমচাঁদ ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে অনুবাদ করেছিলেন।[৪০]

৬.৪ সাংবাদিকতা

প্রেমচাঁদ ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে *জামানা* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাংবাদিকতা প্রতিভার চর্চা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নবেল কিশোর প্রেসের বিখ্যাত মাধুরী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা, চিন্তাশীলতা ও সাহিত্যিক প্রজ্ঞার পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। পরবর্তীকালে তিনি নিজ উদ্যোগে বেনারস থেকে দুটি হিন্দি পত্রিকা হংস (মাসিক) ও জাগরণ (সাপ্তাহিক) প্রকাশ করেন। এসব পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সমকালীন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক কুসংস্কার এবং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের বিষয়গুলো তুলে ধরেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি কেবল সংবাদ পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং সমাজের অসংগতি, শোষণ, অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সাংবাদিকতামূলক রচনায় জাতীয় চেতনা, সামাজিক সংস্কার, মানবিক মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতাবোধের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তিনি পরিণতির কথা চিন্তা না করে সাহসিকতার সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ছোটগল্প প্রকাশ করতেন। তাঁর সাংবাদিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সাধারণ মানুষের জীবনবাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। এভাবে প্রেমচাঁদ তাঁর সাংবাদিকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পাঠকসমাজকে সচেতন করে তোলেন। ফলে তাঁর সাংবাদিকতা সাহিত্যিক পরিচয়ের পাশাপাশি একজন সমাজসচেতন চিন্তাবিদ ও সংস্কারকের পরিচয়ও প্রতিষ্ঠিত করে।[৪১]

৬.৫ পত্র সাহিত্য

প্রেমচাঁদের সাহিত্যকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো তাঁর পত্রসাহিত্য। তাঁর লেখা ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক চিঠিপত্রে সমকালীন সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, লেখকজীবন এবং ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। এসব চিঠির মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক মনন, জীবনদর্শন, মানবিক মূল্যবোধ ও সমসাময়িক ঘটনাবলি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পত্রগুলোতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা, লেখালেখির সমস্যা, প্রকাশনা জগতের বাস্তবতা এবং সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়গুলোও উঠে এসেছে। প্রেমচাঁদের পত্রাবলির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন হলো *প্রেমচাঁদ কে খুতুত*। মদন গোপাল প্রেমচাঁদের বিভিন্ন চিঠি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এ ছাড়া *চিঠিপত্রী* নামে প্রেমচাঁদ নিজেও একটি পত্রসংকলন হংস প্রকাশনা থেকে প্রকাশ করেন। তাঁর পত্রসাহিত্য কেবল ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম নয়; বরং তাঁর সাহিত্যিক চিন্তাধারা, সৃজনশীল মানসিকতা এবং সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশেষত তাঁর চিঠিপত্র পাঠের মাধ্যমে একজন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অন্তর্জগৎ, নৈতিক অবস্থান, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাহিত্য সম্পর্কে দায়িত্বশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণে প্রেমচাঁদের পত্রসাহিত্য তাঁর কথাসাহিত্য ও সাংবাদিকতামূলক অবদানের পাশাপাশি উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের গবেষণায়ও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।[৪২]

৭. উপসংহার

উর্দু কথাসাহিত্যের বিকাশ ও আধুনিকায়নে মুন্সি প্রেমচাঁদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কেবল উর্দু ও হিন্দি ভাষার লেখক নন; বরং বিশ্বসাহিত্যের একজন কালজয়ী মানবতাবাদী সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যকর্মে সমকালীন সমাজবাস্তবতা, দারিদ্র্য, শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার এবং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত ও অবহেলিত মানুষের জীবনচিত্র তাঁর কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান

উপজীব্য। সহজ-সরল ভাষা, সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি, বাস্তবধর্মী চরিত্রচিত্রণ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাহিত্যকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তিনি উর্দু কথাসাহিত্যকে কল্পনানির্ভর ও রোমান্টিক ধারার সীমাবদ্ধতা থেকে বের করে সমাজবাস্তবতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর বাজারে হুসন, গবন, গোদান প্রভৃতি উপন্যাস এবং অসংখ্য ছোটগল্প উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর রচনায় মানবতা, ধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের যে আবেদন প্রকাশ পেয়েছে, তা দেশ-কাল ও ভাষার সীমা অতিক্রম করে সর্বজনীন তাৎপর্য লাভ করেছে। পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকদের ওপরও তাঁর বাস্তববাদী সাহিত্যদর্শনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ করা যায়। অতএব, মুন্সি প্রেমচাঁদ কেবল একজন কথাসাহিত্যিক নন; তিনি উর্দু কথাসাহিত্যের আধুনিক বিকাশের অন্যতম পথিকৃৎ এবং বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য মানবতাবাদী স্রষ্টা। তাঁর সাহিত্যকীর্তি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১ আজিমুল হক জুনাইদী, *উর্দু আদব কি তারিখ* (আলিগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৪৪।
২ ড. কমর রইস, *মুন্সি প্রেমচাঁদ শাখছিয়্যাত আওর কারনামে* (আলিগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩১০।
৩ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: আবিষ্কার, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪৭-৪৮।
৪ মুন্সি প্রেমচাঁদ, *বিবিধ প্রসংগ-৩* (এলাহাবাদ: হংস প্রকাশন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৪৯-২৫০।
৫ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।
৬ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংকলন* (কলিকাতা: অন্বেষা, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৪; ড. সগির আফরাহিম, *উর্দু আফসানা তারাক্কি পসন্দ তাহরিক্ব সে ক্বাবল* (আলিগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩৬-৩৭; জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ আওর তামির-এ ফন* (এলাহাবাদ: সাবিস্তার-এ শাহাগঞ্জ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৯৬।
৭ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংকলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪; ড. সগির আফরাহিম, *উর্দু আফসানা তারাক্কি পসন্দ তাহরিক্ব সে ক্বাবল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭; জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ আওর তামির-এ ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।
৮ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংকলন*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫; জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ আওর তামির-এ ফন*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯৬।
৯ জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ আওর তামির-এ ফন*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯৬।
১০ ড. সগির আফরাহিম, *উর্দু আফসানা তারাক্কি পসন্দ তাহরিক্ব সে ক্বাবল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭।
১১ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংকলন*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১০।
১২ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯; মুন্সি প্রেমচাঁদ, বিবিধ প্রসঙ্গ-তৃতীয় খণ্ড (এলাহাবাদ: হংস প্রকাশন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৬৭।
১৩ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।
১৪ *তদেব*।
১৫ *তদেব*।
১৬ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।
১৭ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংকলন*,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৩; জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ আওর তামির-এ ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।
১৮ মানিক টালা, প্রেমচাঁদ হায়াত-এ-নু (নয়া দেহলি: মর্ডান পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২০০।
১৯ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫৯।
২০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০ ও ১২৮।
২১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।
২২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০ ও ১৩০।
২৩ মুন্সি প্রেমচাঁদ, *কর্মভূমি* (দিল্লি : সরস্বতী প্রেস, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৬৯।
২৪ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।
২৫ মুন্সি প্রেমচাঁদ, *কর্মভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১-৩০২।
২৬ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০ ও ১৩৮।
২৭ মুন্সি প্রেমচাঁদ, *গোদান* (হিন্দী) (জয়পুর : সাহিত্যাগার, ১৯৩৬), পৃ. ২৪৩।
২৮ মুন্সি প্রেমচাঁদ, *গোদান* (হিন্দী), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।
২৯ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।
৩০ অমৃত রায়, *প্রেমচাঁদ কলম কা সিপাহী* (এলাহাবাদ : হংস প্রকাশন, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ৫৭৭-৬৫৮।
৩১ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭-১৪৮।
৩২ জাফর আলম, *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি (অনূদিত)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২।
৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।
৩৪ প্রেমচাঁদ, *চিটঠি পত্রী* (এলাহাবাদ: হংস প্রকাশন, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১০১।
৩৫ R.A scott james, *The Making of Literature* (London: 1958), p. 244.
৩৬ জাফর আলম, *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি (অনূদিত)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩-১০।
৩৭ ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ* (এলাহাবাদী: ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৮৩।
৩৮ ড. আবদুল আলীম নামী, *উর্দু থিয়েটার*, তৃতীয় খণ্ড (করাচী: পাকিস্তান আঞ্জুমানে তারিক্কি উর্দু, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ১৮-২০।
৩৯ ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮-২০৯।
৪০ ড. কমর রইস, *মুন্সি প্রেমচাঁদ শাখছিয়্যাত আওর কারনামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩-৩১৪, ৩২১-৩২৪।
৪১ ড. মো. রেজাউল করিম, *মুন্সি প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।
৪২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।